আজব দুনিয়া

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
শুক্রবার
১২ জানুয়ারি ২০১৮

সুন্দরী বডিবিল্ডার জুলিয়ার ডাকনাম মাসল বার্বি

রাশিয়ান সুন্দরী জুলিয়া পেশায় একজন বডিবিল্ডার। 'মাসল বার্বি' নামেও খ্যাতি আছে তাঁর। ২১ বছর বয়সি রাশিয়ান এই যুবতী এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিদিনই ভাইরাল হচ্ছে জুলিয়ার ছবি। এখন তাঁর ফেসবুকে ৩ লক্ষ ও ইনস্টাগ্রামে ৬ লক্ষ ফলোয়ার রয়েছে বলে জানা গেছে। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই জিমে যেতে শুরু করেন জুলিয়া। কয়েকদিন আগে এই সুন্দরী বডিবিল্ডারের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিওতে ১৮০ কেজি ওজন নিয়ে লিফটিং করতে দেখা যায় তাঁকে। শরীরচর্চা ও সময় করেই খাওয়াদাওয়া করলেই ভালো শরীর গঠন করা যায় বলে মনে করেন জুলিয়া। এখন সপ্তাহে পাঁচদিন জিমে যান বলে জানিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি বডি বিল্ডিংয়ের বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও অংশগ্রহণ করেছেন জুলিয়া। তবে তাঁর জীবনধারণ, পোশাক, বডিবিল্ডিংয়ের নেশা দেখে জুলিয়াকে নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে বিভিন্ন মহলে। তবে তাঁর মতে, চেষ্টা করলে মহিলারাও পুরুষদের পাল্লা দিতে পারেন। আর সমালোচনা করা হলে মানসিক ভাবে শক্ত হওয়া যায় বলেও জানিয়েছেন জুলিয়া।

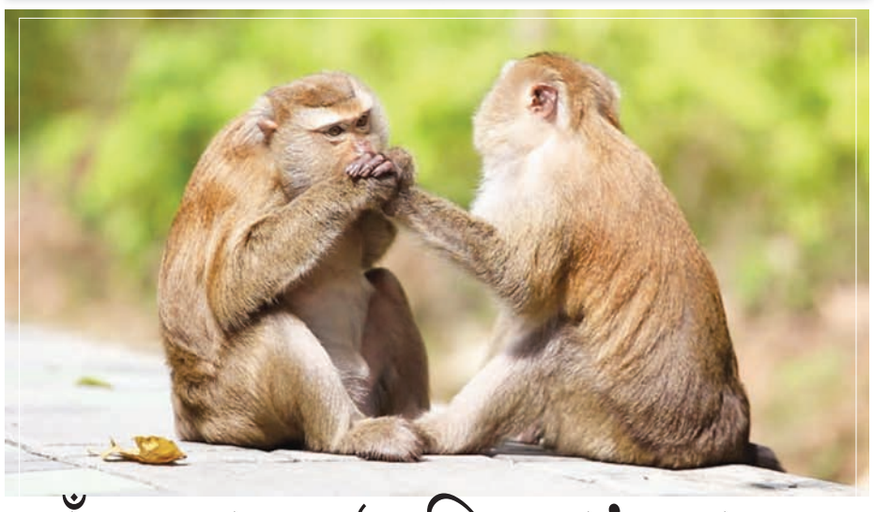

বাঁদররাও 'রক্ষিতা' রাখে!

আছে বাঁদরদের হারেম! তারাও বান্ধবীকে কেড়ে নেওয়ার লড়াই চালায়। হারেম না থাকলে বাঁদরদের মন ভালো থাকে না!

আগের দিনের রাজা-সুলতানদের মতো বাঁদররাও রক্ষিতা রাখে! আছে বাঁদরদের হারেম! তারাও বান্ধবীকে কেড়ে নেওয়ার লড়াই চালায়। হারেম না থাকলে বাঁদরদের মন ভালো থাকে না! কারও 'হারেমে' মেয়ে বাঁদরের সংখ্যা কম। কারও অনেক বেশি। জীবজন্তুদের তর্জন-গর্জন, গলার স্বরের বিবর্তন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক একটি গবেষণার ফলাফলে একথা জানা গেছে। ওই গবেষকদলটির নেতৃত্বে রয়েছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজিস্ট জেক ডান। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞান-জার্নাল কারেন্ট বায়োলজির সাম্প্রতিক সংখ্যায়। তবে নারী বাঁদরে 'হারেম' ভরানো অত সহজ নয়! গবেষণা বলছে, মেয়ে সঙ্গীর সংখ্যা বাড়াতে পুরুষ বাঁদরদের দু-একটা বিশেষ গুণ থাকতে হয়। যা না থাকলে মেয়ে বাঁদররা অন্য পুরুষ বাঁদরের 'হারেমে' চলে যায়! এর একটি হল গলার গভীর স্বর। তা যদি গভীর আর সুরেলা হয়, তা হলে সেই পুরুষ বাঁদরের 'হারেম' ভরে যেতে আদৌ সময় লাগে না। গবেষণা জানাচ্ছে, বাঁদরদের মধ্যে যারা খুব বেশি তর্জন-গর্জন করে সব সময়, তাদের বলা হয় 'হাওলার মাঙ্কি' বা হল্লাবাজ বাঁদর। এদের গলার স্বর খুব ভারী ও গভীর হয়। হয় খুব সুরেলাও। সেই গলার স্বরে যেমন পুরুষ বাঁদররা তাদের শত্রুদের চমকায়, তেমনই সেই স্বর মোহিত করে দেয় মেয়ে বাঁদরদের। পুরুষ বাঁদরদের ওই স্বরেই মুগ্ধ হয়ে যায় মেয়ে বাঁদররা! তাতে সেই পুরুষ বাঁদরের 'রক্ষিতা'র সংখ্যাও বেড়ে যায়। যাদের স্বর গভীর ও সুরেলা, তাদের গলায় থাকে বিশেষ 'হাইওয়েড হাড়', যা সাধারণ স্বরনালীর অন্তত ১৪ গুণ বড় হয়।

> বাঁদরদের মধ্যে যারা খুব বেশি তর্জন-গর্জন করে সব সময়, তাদের বলা হয় 'হাওলার মাঙ্কি' বা হল্লাবাজ বাঁদর। এদের গলার স্বর খুব ভারী ও গভীর হয়। হয় খুব সুরেলাও। সেই স্বর মোহিত করে দেয় মেয়ে বাঁদরদের।

শীতের খবর

শীতে জবুথবু, সোয়েটার পরল এটিএম মেশিন!

প্রবল ঠান্ডায় এটিএমের কনভেয়ার বেল্ট জ্যাম হয়ে যাওয়ায় বেশিরভাগ সময়ই মেশিনগুলি অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। গ্রাহকদের সুবিধার্থে পরিষেবা চালু রাখতে ঠান্ডার সময় মেশিনগুলি গরম কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়।

উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, পাহাড় থেকে সমতল, জাঁকিয়ে শীত পড়েছে সমগ্র রাজ্যে। দেশের অধিকাংশ রাজ্যেরও অবস্থা এক। অনেক জায়গায় তাপমাত্রা নেমে গেছে শূন্য ডিগ্রির নীচে। এই অবস্থায় যাতে এটিএম মেশিন সচল থাকে তার জন্য মেশিনে সোয়েটার পরিয়ে দিল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। অবাক লাগলেও ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্যি। আর শুধু সোয়েটার নয়, এটিএম কাউন্টারের ভিতরে চালানো হল রুম হিটার। দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে যখন এটিএম মেশিন সচল রাখতে এসি ব্যবহার হচ্ছে, ঠিক একই সময়ে এই ভিন্ন চিত্র দেখা গেল উত্তর ভারতের হিমাচল প্রদেশে। ওই রাজ্যের লাহুল-স্পিতিতে এটিএম সচল রাখতে এমন অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। স্টেট ব্যাংকের ম্যানেজার জানিয়েছেন যে, হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। ইতিমধ্যেই তাপমাত্রা নেমে গেছে মাইনাস ১২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। কখনও আবার নেমে যায় মাইনাস ২৫ ডিগ্রি পর্যন্ত। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ শীতের সময় আপ্রাণ চেষ্টা করেন এটিএমগুলিকে সচল রাখার। একইসঙ্গে তিনি আরও জানিয়েছেন যে, প্রবল ঠান্ডায় এটিএমের কনভেয়ার বেল্ট জ্যাম হয়ে যাওয়ায় বেশিরভাগ সময়ই মেশিনগুলি অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। গ্রাহকদের সুবিধার্থে পরিষেবা চালু রাখতে ঠান্ডার সময় মেশিনগুলি গরম কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়। ঘর গরম রাখার জন্য ব্যবস্থা থাকে রুম হিটারের। নিরাপত্তার কারণেই কেবিনের ভিতর কাঠ বা কয়লা জ্বালানোর উপায় নেই। তাই বিকল্প হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে ইলেকট্রিক বা গ্যাসে চলা রুম হিটারকে।

ক'বছরের মধ্যেই বরফে ঢেকে যাবে গোটা পৃথিবী!

গোটা পৃথিবীতেই এ-মুহূর্তে শীত তার দাপট দেখাচ্ছে। এর মধ্যে আশঙ্কা বাড়িয়ে বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো বিশ্ব 'মিনি আইস এজ'-এ পরিণত হয়ে যাবে। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে যাবে। যা সাধারণ মানুষের সহ্যের বাইরে চলে যাবে। আর এই অস্বাভাবিক ঘটনাটিকে 'মউন্ডার মিনিমাম' নামে চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। জানা গেছে, ২০২১ সাল থেকেই তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। এ-ব্যাপারে সূর্যের ম্যাগনেটিক এনার্জির ম্যাথামেটিক্যাল মডেল থিওরিতে নাসার বিজ্ঞানীরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৩০০ বছর পর পর এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বলে জানানো হয়েছে। ১৬৪৬ থেকে ১৭১৫ সাল অবধি এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় লন্ডনের টেমস নদীও বরফে পরিণত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, বায়ুমণ্ডলে ওজন স্তরের পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রার হেরফের হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে যাবে। আল্পস, আলাস্কা এবং নরওয়ে পুরো বরফে ঢেকে যাবে। ১৬৪৬ থেকে ১৭১৫ সালে পৃথিবীর পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে গিয়েছিল। গোটা পৃথিবী পুরু বরফে ঢেকে গিয়েছিল। সেই সময়ই আবারও ফিরে আসতে চলেছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিজ্ঞানীরা।

তুষারে ঢেকে গেল বিশ্বের অন্যতম উষ্ণ মরুভূমি!

সাহারা মরুভূমিতে তুষারপাত! না ভুল পড়ছেন না। বিশ্বের অন্যতম উষ্ণ মরুভূমিতে তুষারপাত হয়েছে। পর্যটকরা অবাক হয়ে দেখলেন, জানুয়ারির শুরুতে হলুদে-সাদায় এ যেন এক ভিন্ন সাহারা। আক্ষরিক অর্থেই সাহারার এমন দৃশ্য শিহরন জাগানোর মতোই। অ্যাটলাস পর্বতমালার কাছাকাছি আলজেরিয়ার আইন সেফরা শহর। পর্যটকদের কাছে সাহারার প্রবেশপথ নামেই পরিচিত এই শহর। বছরে গড় তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকে আইন সেফরা শহরে। তবে শীতে তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হারে নেমে যায়। তবে এমন বেমানান তুষারপাত অবশ্য অবাক করেনি আবহাওয়াবিদদের। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে এমন তুষারপাত দেখা গিয়েছিল সাহারা মরুভূমিতে। গত চল্লিশ বছরে এই নিয়ে তৃতীয়বার। বর্তমানে বারবার সেখানে বরফের জেরে আটকে পড়েছে গাড়ি। তখন পর্যটকদের অনেককে মেতে উঠতে দেখা গিয়েছে সেই বরফের শুভ্রতার সঙ্গে।

> পর্যটকরা অবাক হয়ে দেখলেন, জানুয়ারির শুরুতে হলুদে-সাদায় এ যেন এক ভিন্ন সাহারা। আক্ষরিক অর্থেই সাহারার এমন দৃশ্য শিহরন জাগানোর মতোই।

সামান্য একটি মুদ্রার দাম যখন আড়াই কোটি!

একটি প্রাচীন আমেরিকান মুদ্রার দাম উঠল ৩ লাখ ডলার বা প্রায় আড়াই কোটি টাকা! একটি মাত্র পয়সার এত দাম। কারণ এটি আমেরিকার প্রথম কপার কয়েনগুলোর একটি। ১৭৯৩ সালে বানানো কয়েনটি ফিলাডেলফিয়ার ইউএস মিটে পাওয়া গেছে। সম্প্রতি টাম্পায় অনুষ্ঠিত হয় ফ্লোরিডা ইউনাইটেড নুমিসম্যাটিস্টস (এফইউএন)-এর বার্ষিক সভা। এটাকে আমেরিকার সর্ববৃহৎ কয়েন ও কারেন্সি সংগ্রাহকদের মেলা বলা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সেখানে তিনটি ঐতিহাসিক কয়েন নিলামে ওঠে। এর মধ্যে একটি পেনির দাম সত্যিই অনেক বেশি। ওইদিন দিন শেষে নিলামে মোট ২৪.৯ মিলিয়ন ডলারের বিক্রি হয়েছে। মুদ্রা সংগ্রাহকরা ইতিহাস, সময় আর অর্থনৈতিক ইতিহাস বুঝে মুদ্রার দাম দিতে আগ্রহী থাকেন। আর সেই হিসেব থেকেই একটি মুদ্রার দাম উঠেছে আড়াই কোটির মতো। ডালাসের হেরিটেজ অকশন্স-এর মুদ্রা বিশেষজ্ঞ মার্ক বর্ককার্ডট বলেন, জর্জ ওয়াশিংটনের সময়কার এই মুদ্রা ৫০০টি পেনির একটি। আরেকটি দামি পয়সার মধ্যে রয়েছে অর্ধেক ডলারের কয়েন। নিউ অরলিয়ান্সে সেটি বাজারে আসে ১৮৩৮ সালে। সেটি প্রথম বানানো ২০টি মুদ্রার একটি। আরেকটি ৪ ডলারের স্বর্ণমুদ্রা, যার নাম ফ্লোইং হেয়ার স্টেলা, বিক্রি হয়েছে সাড়ে ৭ লাখ ডলারে। এটা সরকারের এক পরীক্ষামূলক মুদ্রা ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে তা ছাড়ার পরিকল্পনা ছিল। বলা যায়, এটা ছিল আজকের ইউরো। তবে শেষ অবধি সরকার পরিকল্পনা বাদ দেয়। এ ধরনের স্বর্ণমুদ্রা আর ১৫-২০টার মতো থাকতে পারে। বিরল এবং চমৎকার অবস্থায় থাকায় এগুলোর দাম অনেক বেশি।

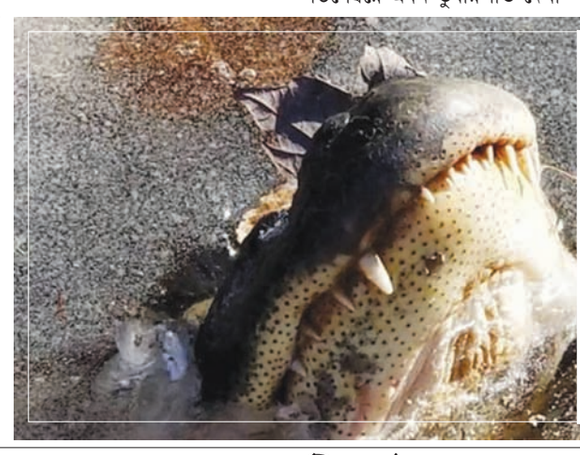

না, এই কুমিরটি মরে যায়নি। নর্থ ক্যারোলিনার একটি পার্কের জল সম্প্রতি বরফ হয়ে গেলে সেখানকার এই কুমিরটি বরফ ভেঙে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে।

৫৫ কোটি টাকার গোবর কিনতে চলেছে রেল

ভারতীয় রেলের 'বায়ো টয়লেটে' ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বাড়াতে ২০১৮ সালে ৫৫ কোটি টাকার গোবর কেনা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, রেলের ৪৪.৮ ভাগ ট্রেনেই বায়ো টয়লেট আছে। সম্প্রতি ১ লাখ ১৯ হাজার ৬৮৯টি বায়ো টয়লেটের মধ্যে ২৫ হাজারটির মধ্যেই ত্রুটি ধরা পড়েছে। এজন্য এত বেশি গোবর কেনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আসলে, বায়ো টয়লেটের শৌচাগারের নীচেই একটি বড় চেম্বার থাকে, যেখানে বর্জ্যগুলি এসে জমা হয়। ওই চেম্বারের মধ্যে থাকে 'ইনোকুলাম' নামে এক ধরনের জৈবিক সার, গোবর এবং জল। এই তিনের মিশ্রণ বর্জ্যগুলিকে বায়ো গ্যাসে রূপান্তরিত করে বাইরে বের করে দেয়। কিন্তু যাত্রীরা শৌচাগারের মধ্যে বোতল ও অন্যান্য সরঞ্জাম ফেলে আসার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই বায়ো টয়লেটগুলি। বহুক্ষেত্রেই চেম্বার লিক হয়ে যাচ্ছে। ফলে বর্জ্যগুলি গ্যাসে রূপান্তরিত হওয়ার বদলে রেললাইনেই জমা হচ্ছে। এর সমাধান খুঁজছে রেল। পাশাপাশি চেম্বারে এবার গোবরের পরিমাণ বাড়াচ্ছে রেল, যাতে বর্জ্যগুলি গ্যাসে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি আরও দ্রুত হয়।